ঝিনাইদহে কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে উন্নত পদ্ধতিতে খেজুর গাছের পরিচর্যা, নিরাপদ রস সংগ্রহ ও গুড় উৎপাদন বিষয়ক কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে জেলার ১০০ জন উদ্দোক্তা ও খেজুর গাছীকে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট পাবনা’র আয়োজনে প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন।

গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হেরিটেজ বাংলাদেশের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোটের সিনিয়র আইনজীবী এ্যাডভোকেট শাহিদা খান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই হর্টিকালচার উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ এস এম সোহরাব উদ্দিন, ডিএই যশোর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোশাররফ হোসেন , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক সাইফুর রহমান, কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসআরআই এর মহাপরিচালক ড. কবির উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন বলেন, খেজুরের গুড় ও রসের জন্য ঝিনাইদহ জেলার সুনাম সারা দেশে। মানসম্মত গুড় তৈরীতে উন্নত পদ্ধতিতে খেজুর গাছের পরিচর্যা, নিরাপদ রস সংগ্রহ ও গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

তিনি আরো বলেন, নিরাপদ গুড়ের জন্য নিরাপদ রসের প্রয়োজন। খেজুর গাছের মিষ্টি রসের কারনে বিভিন্ন সময় দিনে-রাতে পাখ-পাকালি ও সরীসৃপ জাতীয় প্রানীর আনাগোনা থাকে। এসকল প্রানীর জীবানু থেকে নিরাপদ রস ও গুড় উৎপাদন করতে উন্নত ও নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে জেলার সর্বোচ্চ খেজুর গাছ রোপনকারী গাছী ও

উদ্দোক্তাদের মাঝে ক্রেস্ট ও মেডেল প্রদান করা হয়।

পানের বাজারে ধ্বস, লোকসানে পড়েছে হরিণাকুণ্ডুর পান চাষীরা

বিয়ে কিম্বা কোন অনুষ্ঠানাদিতে পান না দিলে যেন তা পূর্ণতা পায়না। বাঙ্গালী জাতির পান দিয়ে আপ্যায়ন একটি পুরাতন অভ্যাস। প্রচলন আছে ধান, কলা, আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ, কিন্তু এবছর পানের দামে ধ্বস নামায়, বিপাকে পড়েছে উপজেলার পান চাষীরা।

চাষীরাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উৎপাদন করতে হয় পান। আর সেই পান বিক্রয় করতে হচ্ছে পানির দরে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ফসল পান। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে না পারায় পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে চাষীরা।

জানা যায় এক সময়ে এই পান উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে প্রচুর আয় করতো ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাষীরা। বড় সাইজের যে পান বিক্রি হতো প্রতি বিরা বা পোন ১০০ থেকে ১১০ টাকা, সেই পান এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪০ টাকা দরে। এছাড়াও ছোট সাইজের পান বিক্রি হচ্ছে আট-দশ টাকা থেকে পনের-ষোল টাকা দরে, পানের বাজারের এই বিপর্যায়ের সাথে রয়েছে বিভিন্ন কিটনাশক, বাঁশ, বিছালি ও শ্রমিকের বাড়তি মুজুরী। ব্যাপক লোকসান গুনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকেরা।

উপজেলার বড় পানবাজার ভবানীপুর, জোড়াদাহ, শাখারিদাহ, হরিণাকুণ্ডু আমের চারা, এসব বাজারে সরজমিনে গিয়ে চাষীদের সাথে কথা বললে দেখা গেছে একরাশ হতাশা। স্থানীয় বাজারগুলোতে এক সময়কার চাষীদের চোখে ছিলো রঙ্গিন স্বপ্ন। বেচা কেনা হতো পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকার পান। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হই হুল্লোড় করে ছূটে আসতো পাইকারি ক্রেতা বিক্রেতারা। কিন্তু এখন পানের নায্য মুল্য না পাওয়াই বহন করে আনার ভাড়াও জুটছে না চাষীদের। উপজেলার তৈলটুপী, জোড়াদাহ, ভেড়াখালী, হরিণাকুণ্ডু, পার্বতীপুর, দখলপুর, দৌলৎপুর,

কেষ্টপুরের পান বরজের মালিকেরা জানালেন চরম লোকসানের কথা।

আড়ৎদার ভবানীপুর পান বাজারের সভাপতি কাসেম মিয়া জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে পান ব্যবসার সাথে জড়িত, বর্তমানে পানের দাম খুবই কম। অর্ধেক দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে পান, চার শত টাকা জনের দাম, এক আটি মুটির দাম পাঁচ শত টাকা, ওয়াসীর দাম সাত শত, বিছালির দাম সাত শত টাকায় কিনতে হয়। বাজার মন্দা থাকায় পান চাষী এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাপক লোকসানের মধ্যে রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু কৃষি কর্মকর্তা শহীদ মোহাম্মদ তিতুমীর জানান, উপজেলার প্রায় ১হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। পান চাষীরা কোন ধরণের কারিগরি পরামর্শ চাইলে তা কৃষি অফিস কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পান চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরনের পরামর্শ প্রদান, মাঠ পরিদর্শন পূর্বক সঠিক পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাপদ বাজারজাত করণযোগ্য পান উৎপাদনে সকল পরামর্শ প্রদান করে নতুন চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পান চাষে সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। পানের প্রধান সমস্যা পঁচা রোগ নিয়ন্ত্রণে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করা এবং তা সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করে থাকি। তবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও পানের আধুনিক জাতের অভাবের কথা জানান তিনি।

হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোটচাঁদপুরে ডাকাতি

হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোটচাঁদপুরের এক বাড়িতে ডাকাতির সংঘটিত হয়েছে। এ সময় তারা দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ঘাঘা গ্রামে।

ভুক্তভোগী সুবল প্রামানিক বলেন, গতকাল শুক্রবার রাতে আমার বাড়িতে হালখাতা ছিল। হালখাতা শেষ করে আমি রাতে খাবার খেতে বসেছিলাম। এ সময় সুনিল হালদার বাড়িতে যাবার জন্য বাইরের দরজা খোলেন। এরপর ডাকাতরা তাকে ও আমার জামাই অরুন কুমার রায় কে

অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেন।

পরে তারা বেশ কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাড়ির মধ্যে এসে আমাদের সবাইকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেন। এরপর তারা আমার হালখাতার ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও জামাইয়ের কাছে থাকা ৫০ হাজার টাকা লুট করেন। ছিনিয়ে নেন আমার স্ত্রী ও মেয়ের কানের দুল।

তিনি বলেন, ওই সময় ডাকাতরা তাদের হাতে থাকা দায়ের পিছন দিয়ে আঘাত করেন। এতে করে আমার মেয়ে মিতা রায়, স্ত্রী লিপিকা বিশ্বাস, জামাই অরুন রায়, প্রতিবেশী সুনিল হালদার ও আমি নিজে আঘাত প্রাপ্ত হয়। ওই রাতে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, ঘটনার পর তালসার ফাঁড়ি পুলিশ ও থানার পুলিশ এসেছিল। থানায় কোন অভিযোগ করেছেন কিনা এমন প্রশ্নে তিনি, না করা হয়নি, পুলিশ তো সব কিছু দেখে লিখে নিয়ে গেছেন।
সুবল প্রামানিক কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামের মৃত শরৎ চন্দ্র প্রামানিকের ছেলে।

তালসার পুলিশ ফাঁড়ির সহ উপপরিদর্শক (এএসআই) সমির কুমার বলেন, রাত ১১ টা ৫ মিনিটের সময় অজ্ঞাত নাম্বার থেকে ফোন আসে। বলেন ঘাঘা পাড়ায় কিসের শব্দ হচ্ছে। এরপর আমি ফাঁড়ির জরুরি পার্টিকে ঘটনাস্থলে যেতে বলি।পরে মটর সাইকেল যোগে আমিও ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। এরপর বিষয়টি ওসি স্যারকে জানিয়েছি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। জানতে পারলাম দস্যুরা ২/৩ লাখ টাকা নিয়ে গেছেন। ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মামলা বা অভিযোগ করেনি ভুক্তভোগী। তবে আমরা আমাদের মত করে তদন্ত শুরু করেছি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে গভীর রাতে পানের বরজে আগুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৫নং কাপাশহাটীয়া ইয়নিয়নের কেসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের মো:রশিদুল ইসলাম কুটির পান বরজে গভীর রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (২৭ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে পানের বরজে আগুন দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে তা নিভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলে এতে তার ৩০শতক পানের বরজ পড়ে ছায় হয়ে যায় এবং ৩লক্ষ টাকা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে জানান।

রাশিদুল ইসলাম কুটি (৪৫) ওই গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে। এব্যপারে রশিদুল ইসলাম কুটি বলেন, তারা শুধু পান বরজ পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আমার বাসায় গোয়ালের চারটি গরুর খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে গেছে। চারটি গরুই এখন অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন এর কয়েক দিন আগে আমার ভাই জাহিদের একটি ট্রাক এবং আমার মাইক্রো গাড়ির টায়ারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুতা মূলক ভাবে কে বা কাহারা করেছে এসব তা তিনি বলতে পারেননি। কারো প্রতি সন্দেহের কথাও জানাতে চাননি তিনি। তিনি মনে করেন স্থানীয় বিরোধ এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতেন বলে এসব ক্ষতি করা হচ্ছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো? আমিতো কাওকে দেখেনি কারা এসব করছে।

ঝিনাইদহে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শুভ বড়দিন উদযাপিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ডিসেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার ব্যাপিষ্ট চার্চে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। পরে পবিত্র বাইবেল থেকে আলোচনা ও প্রার্থনা করা হয়।

প্রার্থনা করেণ রেভারেষ্ট হেনরী প্রদীপ বৈদ্য। পরে কেক কেটে বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী কীর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

মহেশপুরে প্রকল্প উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে প্রকল্প এর উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সংস্থার মহেশপুর প্রকল্প কার্যালয়ে “সাসটেইনেবল প্রিভেনশন অফ আর্সেনিক পয়জনিং ইন মহেশপুর সাব ডিসট্রিক্ট, ঝিনাইদহ ডিসট্রিক্ট”প্রকল্পের সনোফিল্টার ম্যাকানিক্স বৃন্দের সনোফিলটার ইনসটলেশন, অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স প্রশিক্ষণ সমাপনি দিবসে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী অনুষ্ঠানে উপকরণ বিতরণ করেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইয়াসমিন মনিরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিআরটিএ, ঝিনাইদহ মোটরযান পরিদর্শক মো তারিক হোসেন, মাশউক সংস্থা থেকে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (পিসি) শাহ্ আবুল আওয়াল এবং তৌহিদুল করিম, পিএম, আবুল হাসনাত, এসএফটি মাশউক প্রকল্প অফিস মহেশপুর প্রমূখ।

এসময় প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ও কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

পৌষের শুরুতে তীব্র শীত আর হিমেল হাওয়া কাঁপছে দেশ। তীব্র শীতে অসহায় দুস্থদের একই উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ আনসার অফিসে জেলার দুস্থ ও শীতার্ত আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণে করেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনা রেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক নুরুল হাসান ফরিদী।

অনুষ্ঠানে জেলা কমাড্যান্ট মিজানুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালকের উদ্যোগে দেশব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় জেলার ৬ উপজেলার দুই শতাধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তীব্র শীতে শীতবস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আনসার সদস্যরা।

ঝিনাইদহে প্রমীলা ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিস ঝিনাইদহের আয়োজনে প্রমীলা ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে

এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলার ৪টি প্রমীলা ফুটবল দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন আফাঙ্গীর, সাবেক ফুটবলার ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আহাসানউজ্জামান ঝন্টু, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, জেলা রেফারি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সহ অন্যান্য ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঝিনাইদহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের তিন দিন ব্যাপী ৫৯তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকালে কলেজ মাঠে এ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিজয়ী ক্যাডেটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মাইনুর রহমান।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান, উপাধ্যক্ষ মোঃ শফিক উদ্দীন, এ্যাডজুটেন্ট মেজর মোঃ সরফরাজ নেওয়াজ, বেসামরিক অফিসারসহ ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারিবৃন্দ।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যশোর এরিয়ার উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তাগণ, ক্যাডেটদের অভিভাবক, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, শিক্ষকমন্ডলী ও অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।